DSE A 3

Module - 1

শজারুর কাঁটা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রাণী রুজ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ

স্রষ্টা – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র – ব্যোমকেশ বক্সী

ব্যোমকেশের বন্ধু/ সহকারী/ কথক – অজিত (অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়)

ব্যোমকেশের স্ত্রী – সত্যবতী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র হিসেবে ব্যোমকেশ বক্সীর আবির্ভাব হয় 'সত্যান্বেষী' গল্পে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কলকাতার চীনাবাজার অঞ্চলে পরপর কয়েকটি খুনের ঘটনার কিনারা করতে 'বে-সরকারী ডিটেকটিভ' ব্যোমকেশ বক্সী পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে অতুলচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে এই অঞ্চলে এক মেসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই মেসে তাঁর ঘরের অন্য ভাড়াটিয়া অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশের অধিকাংশ গোয়েন্দা গল্পগুলি লিখিয়েছিলেন। সত্যান্বেষী গল্পে ব্যোমকেশের বিবরণ দিতে গিয়ে অজিত বলেছেন, "...তাহার বয়স বোধকরি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রঙ ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা-মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।" এই কাহিনির শেষে জানা যায়, হ্যারিসন রোডের একটি বাড়ির তিনতলা ভাড়া নিয়ে ব্যোমকেশ বসবাস করেন। এই বাড়িতে

ব্যোমকেশ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর পরিচারক পুঁটিরাম। ব্যোমকেশের অনুরোধে অজিত এই বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। বাড়ির দরজায় পেতলের ফলকে লেখা ছিল — 'শ্রীব্যোমকেশ বক্সী, সত্যান্বেষী'। সত্যান্বেষীর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় অজিতকে ব্যোমকেশ বলেন, "ওটা আমার পরিচয়। ডিটেকটিভ কথা শুনতে ভালো নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ, তাই নিজের খেতাব দিয়েছি সত্যান্বেষী।" পরের কাহিনিগুলিতে ব্যোমকেশ নিজেকে সত্যান্বেষী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। 'অর্থমনর্থম্' কাহিনিতে ব্যোমকেশের সঙ্গে একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সুকুমারবাবুর বোন সত্যবতীর পরিচয় হয়, যার সাথে পরে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। 'আদিম রিপু' কাহিনিতে ব্যোমকেশের বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা যায়। ব্যোমকেশের পিতা স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন ও বাড়িতে সাংখ্য দর্শনের চর্চা করতেন এবং তার মা বৈষ্ণব বংশের মেয়ে ছিলেন। ব্যোমকেশের যখন সতেরো বছর বয়স, তখন তাঁর পিতা ও পরে তাঁর মাতা যক্ষ্মা রোগে মারা যান। পরে ব্যোমকেশ জলপানির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও অজিত ও সপরিবারে ব্যোমকেশ হ্যারিসন রোডের বাড়িতে বসবাস করেন। পরে তাঁরা দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলায় জমি কিনে সেখানে বাড়ি বানিয়ে চলে যাবেন বলে মনস্থির করেন।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা চরিত্র বা 'ডিটেকটিভ' বলতে সেই সব কল্পচরিত্র বোঝায় যারা রহস্যোপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে রহস্য উন্মোচন করে। এরা মূলত শৌখিন গোয়েন্দা, পুলিশ কর্মকর্তা বা স্পাই অর্থাৎ গুপ্তচর। বইগুলো রহস্যোপন্যাস, অপরাধকাহিনী বা স্পাই থ্রিলার। সেই চরিত্রগুলো বিখ্যাত যেগুলো সিরিজগ্রন্থে পুনরাবৃত ঘটিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের অনবদ্য একটি চরিত্র হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী। আদতে গোয়েন্দা হলেও ব্যোমকেশ অবতীর্ণ হয়েছেন সত্যান্বেষীর ভূমিকায়। শরদিন্দু সেভাবেই চরিত্রটিকে গঠন করেছেন। গোয়েন্দা কাহিনি বাংলা জনপ্রিয় সাহিত্যের অন্যতম একটি জ্যঁর হলেও ব্যোমকেশের জনপ্রিয়তা প্রায় অবিসংবাদিত। ইতিপূর্বে পাঁচকড়ি দে, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ঘোষাল, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শরচ্চন্দ্র সরকার, ক্ষেত্রমোহন সরকার প্রমুখ গোয়েন্দা কাহিনি লিখলেও বাঙালি ভদ্র পাঠক সমাজের কাছে গোয়েন্দা সাহিত্য 'প্যারা লিটারেচার' হিসেবেই সাধারণভাবে পরিগণিত হতো। ভদ্র সমাজের কাছে অপাঙ্‌তেয় ছিল কারণ

খসখসে হলুদ মলাটের বইয়ের গোয়েন্দা কাহিনি অধিকাংশই ছিল পাশ্চত্যের বিখ্যাত সমস্ত ডিটেকটিভ কাহিনির অনুকরণ-অনুসরণ এবং সেখানে বর্ণিত যৌনতা, অপরাধ, অন্ধকার জগতের খুঁটিনাটির বিবরণ সুপাঠ্য সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হতো না। যদিও আড়ালে-আবডালে এর পাঠক সংখ্যা ও বাজার সাফল্য অন্য যেকোনও ধারার উপন্যাসকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকে বটতলা সাহিত্যের যুগে এর রমরমা শুরু হলেও বিবিধ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ধারাটি এখনও অব্যাহত। তবে উনিশ শতকের পুলিশ-গোয়েন্দার ঐতিহ্যকে সরিয়ে রেখে আপাদমস্তক গৃহস্থ-ভদ্রলোক-সংসারী সখের ডিটেকটিভকে সর্বস্তরে বিপুলভাবে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্ব অবশ্যই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বলা বাহুল্য, শরদিন্দুর ব্যোমকেশের পর একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা চরিত্রটিই বাঙালি পাঠকের কাছে সাদরে সমাদৃত হয়েছে। যদিও নীহাররঞ্জনের কিরীটি, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক কিংবা অধুনা সুনীল-শীর্ষেন্দুর সৃষ্ট অ্যাডভেঞ্চার-ডিটেকটিভ গোত্রের চরিত্রগুলি কম পাঠকপ্রিয় নয়।

রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম কাহিনি ‘পথের কাঁটা’ (৭ই আষাঢ়, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) এবং দ্বিতীয় কাহিনি ‘সীমন্ত-হীরা’ (৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। এই দুটি কাহিনি লেখার পর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্র নিয়ে সিরিজ লেখার কথা চিন্তা করে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে মাঘ ‘সত্যান্বেষী’ কাহিনি রচনা শেষ করে ব্যোমকেশ চরিত্রকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন। সেই কারণে সত্যান্বেষী গল্পটিকে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। প্রথম তিনটি কাহিনি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার পরই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৩৩৯ থেকে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দশটি কাহিনি লেখার পর পাঠকদের ভালো লাগবে না ভেবে পনেরো বছর ব্যোমকেশকে নিয়ে আর কোনও কাহিনি লেখেননি। এরপর কলকাতার পরিমল গোস্বামীর বাড়ির ছেলেমেয়েদের অনুরোধে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ ‘চিত্রচোর’ কাহিনিটি লেখেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশ চরিত্র নিয়ে মোট কাহিনি রচনা করেছেন। এর মাঝে ‘বিশুপাল বধ’ কাহিনিটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে এই গল্প সম্পূর্ণ করেন সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল। পাঠ্য ‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৫ মার্চ ১৯৬৭ সালে (১৪ আষাঢ় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)।

‘শজারুর কাঁটা’ উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্র — ‘কীর্তিমান তরুণ লেখক শ্রীমনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় স্নেহাস্পদেষু’।

‘শজারুর কাঁটা’ কাহিনিটি ‘উপক্রম’ – ‘কাহিনী’ – ‘অনুক্রম’-এ বিভক্ত উপন্যাসটির আয়তন প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা। এই কাহিনিতে উপক্রম অংশে প্রথম তিনটি খুনের বিবরণ দেওয়ার পর চতুর্থ খুনের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে কাহিনী অংশের সূত্রপাত ঘটেছে। যে কাহিনির মূল চরিত্র দীপা, দেবাশিস এবং অনুষঙ্গিক অন্যান্য চরিত্ররা।

প্রথম খুন - ফাগুরাম, পেশা – ভিক্ষাবৃত্তি, খুনের স্থান – গোলপার্ক সন্নিহিত রাস্তার কোণের ওপর একটি অস্থায়ী চায়ের দোকান, সময় – ফাল্গুন মাসের প্রত্যূষ, খুনের অস্ত্র – শজারুর কাঁটা।

দ্বিতীয় খুন – মঙ্গলরাম, পেশা – মুটে-মজুর, খুনের স্থান – রবীন্দ্র সরোবর, সময় – প্রথম খুনের মাসখানেক পর অর্থাৎ চৈত্র, খুনের অস্ত্র – শজারুর কাঁটা।

তৃতীয় খুন – গুণময় দাস, পেশা – মনিহারীর দোকানদার, বয়স – ৪০ বছর, ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী, সন্তানহীন, খুনের স্থান – রবীন্দ্র সরোবর, সময় – দ্বিতীয় খুনের দুই সপ্তাহ পর, রাত্রি ৮ টার পর, খুনের অস্ত্র – শজারুর কাঁটা।

চতুর্থ খুনের প্রচেষ্টা হয় দেবাশিসের উপর। যিনি প্রজাপতি প্রসাধন কোম্পানির মালিক। তাঁর স্ত্রী দীপার গোপন প্রণয়ী প্রবাল গুপ্ত দেবাশিসকে খুন করার উদ্দেশে বাকি হত্যাকাণ্ডগুলি সম্পাদন করেন। কিন্তু দেবাশিসের হার্ট ডানদিকে হওয়ার কারণে শজারুর কাঁটার আক্রমণ থেকে তাঁর ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তিনি বেঁচে যান। ব্যোমকেশ ও পুলিশ ইন্সপেক্টর রাখালবাবুর তৎপরতায় এই রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে নৃপতি লাহা ও তাঁর বাড়ির আড্ডার সভ্যবৃন্দ যথা সুজন মিত্র, খড়্গ বাহাদুর, কপিল বসুর ভূমিকা রহস্যজালকে ঘনীভূত করেছে। এই সাম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের থেকে হত্যাকারী হিসেবে প্রবাল গুপ্তকে শনাক্তকরণ করাই ছিল অন্যতম চ্যালেঞ্জ, যা ব্যোমকেশ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এছাড়াও রাজনৈতিক-আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এই কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ বীক্ষণের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে, এসেছে মনোগত অন্তর্বাস্তবতার বিশ্লেষণ।

দ্রষ্টব্য –

ব্যোমকেশ সমগ্র (আনন্দ পাবলিশার্স)

ব্যোমকেশ জীবনপঞ্জি (অশোকনগর পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন, শীত ১৪২০ সংখ্যা)

দেশ পত্রিকা (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নিয়ে সংখ্যা শিরোনাম 'অবন্দিত' ২ জুন, ২০১৮)

বিচিত্রপত্র (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা)

ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি – সুকুমার সেন (আনন্দ পাবলিশার্স)

রহস্যগল্পের নায়কেরা – প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (আত্মজা)